প্রথম আলো

তারিখ 1 1 JUN 2012
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অনেক সময় ছাত্রদের ব্যবহার করেন

সংসদে প্রশ্নোত্তর

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত শিক্ষকেরা অনেক সময় নিজেদের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করতে সহযোগিতা করে থাকেন।

জাতীয় সংসদে গতকাল রোববার প্রশ্নোত্তর পর্বে তারানা হালিমের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বেশ কিছু কারণে শিক্ষা-কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো: সময়মতো ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়া, খেলাধুলা-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়া, সিট দখল ও টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র করে মারামারি, প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ, ইভ টিজিং, প্রশাসনিক দুর্বলতা ও গ্রুপিং বা অন্তর্দ্বন্দ্ব।

নাছিমুল আলম চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যেসব শিক্ষক ক্লাসে না পড়িয়ে কোচিং-বাণিজ্যে নিয়োজিত, তাঁদের তালিকা করা হচ্ছে। এ রকম বেশ কিছু শিক্ষককে ঢাকার বাইরে বদলি করা হয়েছে। বাকিদের সতর্ক করা হয়েছে। কোচিং-ব্যবসা যে বন্ধ হবে, তা বলা যাবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে। তাঁরা যদি ছেলেমেয়েদের বেশি ভালো ফলাফল নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের পেছনে ছোটেন, তাহলে কড়াকড়ি করেও কোচিং-ব্যবসা বন্ধ করা যাবে না।

আহমেদ নাজমীন সুলতানার প্রশ্নের জবাবে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, রাজধানীসহ সারা দেশে ৩৭৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি মুঠোফোন প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।

সাংবাদিকদের ১৬টি শিল্প প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে: এ এন মাহফুজা খাতুনের (বেবী মওদুদ) প্রশ্নের জবাবে পৃষ্ঠায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান খান জানান, গত ২৬ বছরে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় সাংবাদিকদের ১৬টি শিল্প প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সর্বপ্রথম ১৯৮০ সাল থেকে এ পর্যন্ত হলিডে প্রিন্টিং লিমিটেডকে ১০ কাঠা (দখল হস্তান্তর করা হয়েছে ৮ দশমিক ১২৫ কাঠা), *সাপ্তাহিক নয়াযুগ*-এর প্রকাশক মমতাজকে এক বিঘা, *সাপ্তাহিক নতুন জনমত*-এর এ টি এম ওয়ালী আশরাফকে পাঁচ কাঠা, *দৈনিক দিনকাল*-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাজিদুল ইসলামকে ৯ দশমিক ৭৩ কাঠা (দখল হস্তান্তর করা হয়েছে ১০ দশমিক ১১ কাঠা), *দৈনিক জনকণ্ঠ*কে ৭ দশমিক ৩৭ কাঠা, *যায়যায়দিন*-এর সম্পাদক শফিক রেহমানকে তিন বিঘা, *দৈনিক আমার দেশ*-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাসমত আলীকে এক বিঘা ১৫ কাঠা, *দৈনিক খবরপত্র*-এর প্রকাশক হাফিজ ইব্রাহিমকে দশমিক ৭৫ বিঘা, চ্যানেল ওয়ানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গিয়াস উদ্দিন আল মামুনকে ১৭ দশমিক ৫০ কাঠা, বাংলাভিশনের চেয়ারম্যান আবদুল হককে ১৭ দশমিক ৫০ কাঠা, *সাপ্তাহিক রোববার*-এর প্রকাশক সাজু হোসেনকে ১২ কাঠা (দখল হস্তান্তর করা হয়েছে ৯ দশমিক ৭৫ কাঠা), ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেডের পরিচালককে ৯ দশমিক ৫০ কাঠা, *দৈনিক সকালের খবর*-এর মালিক, প্রকাশক ও সম্পাদক তাহমিনা শওকতকে ১২ দশমিক ৮ কাঠা, এনটিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এনায়েতুর রহমানকে এক বিঘা, *দৈনিক পথযাত্রা*-এর সম্পাদক ও প্রকাশক কে এম সহিদ উল্লাহকে এক বিঘা (দখল হস্তান্তর করা হয়েছে ১৯ দশমিক ৪৪ কাঠা) এবং দৈনিক পূর্বাভাস মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ ওয়াই মো. কামালকে ২১ দশমিক ৫০ কাঠা (দখল হস্তান্তর করা হয় ১৯ দশমিক ৮৮ কাঠা) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।